জীবননগরে সময়ের সমীকরণের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

জীবননগরে নানা আয়োজনে স্থানীয় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার (২৩ নভেম্বর) সকাল ১০টায় জীবননগর প্রেসক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ পাউন্ডের একটি কেক কাটা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সময়ের সমীকরণ পত্রিকার জীবননগর ব্যুরো প্রধান জাহিদ বাবু। জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম আর বাবুর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জীবননগর পৌরসভার মেয়র রফিকুল ইসলাম৷

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক জীবননগর বার্তার সম্পাদক শামসুল আলম, জীবননগর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর খোকন মিয়া, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার জীবননগর ব্যুরো মাজেদুল মিল্টন, সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ডেস্ক ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার পাঠক শাহাজাহান সিরাজ, ইনামুল হক, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন, সময়ের সমীকরণ পত্রিকার জীবননগর সহকারী ব্যুরো মিঠুন মাহমুদপ্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমি সময়ের সমীকরণ পত্রিকাকে শুভকামনা জানাই। আশা করি এই পত্রিকা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ অব্যাহত রাখবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে ট্রেনের

যাত্রা বিরতি বহাল রাখার জন্য এলাকাবাসী মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর রেলস্টেশন এর নকশি কাঁথা মেইল ট্রেনের যাত্রা বিরতি পুনরায় বহাল রাখার জন্য মানববন্ধন করেন জয়রামপুর গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রতিনিধিত্ব করেছেন জয়রামপুর মানব কল্যাণ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মিলন মাহমুদ ও সেনা সদস্য লাজিব সিদ্দিক। আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটায় জয়রামপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এই মানববন্ধন করা হয়।

বাংলাদেশের প্রথম রেল যোগাযোগ স্থাপন হয় দর্শনা থেকে জগতি। ১৮৬২ সাল থেকে দর্শনা থেকে জগতি রেল যোগাযোগের প্রথম হলেও এলাকার মানুষের দাবি জয়রামপুর প্রথম স্টেশন। চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী কৃষি পণ্যবাহী প্রথম স্টেশন নামে খ্যাত জয়রামপুর রেলস্টেশন। এই ঐতিহ্যবাহী রেল স্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেন যাত্রা বিরতি না থাকলেও মেইল ট্রেনগুলো যাত্রা বিরতি করত। জয়রামপুর থেকে কৃষি পণ্য ঢাকা খুলনা রাজশাহী বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়ার প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন।

সেই নির্ভরযোগ্য একমাত্র মেইল ট্রেন আজ জয়রামপুর স্টেশনে যাত্রা বিরতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে। জয়রামপুর গ্রামের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে আসার মূল তালিকাসক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে জয়রামপুর রেলস্টেশন।বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বড় প্রকল্পের একটি হলো পদ্মা সেতু প্রকল্প। পদ্মা সেতু রেল যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ঢাকা খুলনা যোগাযোগ এর নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।সেই ধারাবাহিকতায় খুলনা,দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, মুন্সিগঞ্জ, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া, হয়ে ফরিদপুর ভাঙ্গা দিয়ে নকশী কাঁথা মেইল ট্রেনের নতুন রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে।নতুন রোডম্যাপে জয়রামপুর স্টেশনে নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন ২৫ ও নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন ২৬এর যাত্রা বিরতি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।জয়রামপুর স্টেশন চুয়াডাঙ্গা জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী রেলস্টেশন। দামুড়হুদা থানার একমাত্র স্টেশন। সেই ঐতিহ্যবাহী স্টেশন অন্ধকারে নেমে যাচ্ছে। একটি রেল স্টেশনের ঐতিহ্য ও আলো ফিরিয়ে আনতে এলাকাবাসী মানববন্ধনের আয়োজন করে।

তাদের জীবিকা নির্ভর করে। অসুস্থ মানুষ এখান থেকে চিকিৎসা নিতে যাই যাতে তাদের যাতায়াত খরচটা কম হয়। কৃষি পণ্য বহন করে খরচ কমানোর জন্য। এই ট্রেনটি যদি এখানে না থামে তাহলে তাদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে । এজন্য রেল মন্ত্রণালয় এর কাছে আমাদের দাবি অবিলম্বে জয়রামপুর রেলস্টেশনের লোকবল নিয়োগ এর মাধ্যমে আবারও এই স্টেশনটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের স্লো-ফায়ারিং উদ্বোধন

কেরুজ চিনিকলে ২০২৩-২৪ মৌসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে চিনিকলের বয়লিং হাউজে স্লো-ফায়ারিং দেওয়া হবে আজ শুক্রবার দুপুর ৩ টায় বয়লিং হাউজের সামনে। স্লো-ফাযারিং উপলক্ষে আজ শুক্রবার দুপুরে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

দোয়া শেষে বয়লারে ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে স্লো-ফায়ারিং উদ্বোধন করবেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী দর্শনায় অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও দেশের একমাত্র ভারী চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোং (বাং) লিঃ। এ চিনিকল আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটির যেন সারা ঘায়ে পরিণত। প্রতিবছর এ মিল থেকে সরকার কোটি, কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করলেও যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছিলো উদাসীন। কেরুজ চিনিকলটি আধুনিকায়ন করণে মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ও এলাকাবাসীর কাংঙ্খিত দাবি বারবার হয়েছে উপেক্ষিত। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর মহতি উদ্যোগে মিলটিকে আধুনিকায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় থেকে সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তীতে আধুনিকায়ন কাজের জন্য ডিষ্টিলারী সহ বিভিন্ন উন্নয়নে মোট ১০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়। তারই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মিলটি আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কচ্ছপ গতিতে কাজ চলায় দীর্ঘ ১০ বছর অতিবাহিত হলেও পূরোপুরি আধুনিকায়নে রুপ নিতে পারেনি।

এদিকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটি প্রতি বছরেই পুরোনো যন্ত্রাংশ জোড়াতালি ও ঝালাই-মেরামত করে আখমাড়াই কার্যক্রম শুরু করতে হয়। যার ফলে শুরু থেকেই নানা রকম সমস্যার মোকাবেলার মধ্যদিয়ে টেনেহেঁচড়ে মাড়াই মৌসুম শেষ করতে হয় চিনিকলটির। ফলে লোকসান গুনতে হয় কোটি, কোটি টাকা। বর্তমানে আধুনিকায়নে বয়লিং, কেইন কেরিয়ার ও মিলহাউজের কাজ চলছে।

এরমধ্যে কিছু কাজ সম্পন্ন হলেও বেশির ভাগ কাজ অসম্পন্ন থাকায় মিলটি সম্পন্ন আধুনিকায়নে আরও এক,দুই বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানাগেছে। এ মৌসুমে লোকসান কাটিয়ে মুনাফা অর্জনের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে নানামুখি পদক্ষেপ। আখচাষিদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি, শ্রমিক-কর্মচারীদের দিকেই খেয়াল রাখা হচ্ছে।

তবে বর্তমান প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন তিনি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে যোগদানের পর থেকে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিশিল্পকে লাভজনক স্থানে নিতে ও চিনিকলকে বাঁচিয়ে রাখতে আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষে কেরুজ মিল জোন এলাকায় ছুটছেন চাষিদের দ্বারে,দ্বারে। তেমনি প্রতিদিন কোন না কোন এলাকার চাষিদের সঙ্গে উঠান বৈঠক সহ সোজন্য মূলক আলোচনায় বসছেন। তিনার এমন উদ্দ্যগে এলাকার চাষিরা আখ চাষ করার কথা ব্যাক্ত করেছেন। সেই সাথে ২০২৩-২৪ মাড়াই মরসুমে প্রতিষ্ঠানটিকে কোন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে পড়তে না হয় সেদিক লখ্য রাখছেন। সেই সাথে মাড়াই মরসুম সফল করতে ওয়াটারট্রাইল সম্পন্ন সহ মিল হাউজ ও কেইন কেরিয়ার ট্রাইল দেওয়া হয়েছে।

এরমধ্যে ছোট খাটো ত্রুটির সন্ধান মিললে তা সারিয়ে নেয়া হবে। এ বছর মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার

মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। চলতি মাড়াই মৌসুমে কেরু চিনিকল ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমে বড় ধরনের কোন যান্ত্রিক সমস্যার সম্মূখীন হতে না হয় সেজন্য সকল যন্ত্রাংশ ট্রাইল দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি কোন সমস্য আছে কিনা সেটিও দেখা হচ্ছে। তবে মিলটি মাড়াই মরসুম সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা রাখি সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে মাড়াই মরসুম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে সকলের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হবে। তবে চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাচামাল হচ্ছে আখ। তিনি এতদ্বা অঞ্চলের চাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছেন, দেশের ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কেরুজ চিনিকলকে রক্ষা করতে বেশি বেশি করে আখ চাষের কোনো বিকল্প নেই ।

দর্শনায় কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি গঠন

দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিয়ে কল্যান ট্রাস্ট নামের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ সকাল দশটায় সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠন প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অন্তরের গভীর কষ্টের কথা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, জীবনের দীর্ঘ সময় চাকরি করার সূত্রে কেরু এন্ড কোম্পানিতে সময় কেটেছে।

এ সময়ের মধ্যে সহকর্মী ও শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন সূত্রে বিভিন্ন সংগঠনে নেতাদের খুব আস্থাভাজন হয়ে ওঠাও সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় চাকরি থেকে অবসর নিলে সহকর্মীসহ কোন নেতাই আর খোঁজ রাখে না। আর এটাই বাস্তবতা। একজন চাকরিজীবী অবসরে গেলে সে বড় একা হয়ে পড়ে ও শরীর থেকে শুরু করে মানসিকতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় সঙ্গ দেওয়ার কেউ থাকে না। এছাড়া অবসরে যাওয়ার পর বিভিন্ন ফান্ডের টাকা উত্তোলনের জন্য চরম বেগ পেতে হয়। কেউই তখন অবসরপ্রাপ্ত এ সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় খুব একটা এগিয়ে আসে না। এছাড়াও সহকর্মীরা যদি একটি স্থানে এসে একসাথে বসে কিছু সময় কাটায় তাহলে মন মানসিকতা ভালো থাকবে বলে জানাই বক্তারা। এ সকল দিক বিবেচনা করে কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামের এ কমিটি গঠন করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত সিআইসি হাফিজুল ইসলামকে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে বাকি সদস্যরা হলেন সদস্য সচিব জুলফিকার হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, দপ্তর সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, ক্যাশিয়ার আহমদ হোসেন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল জলিল, আব্দুল হান্নান, আতিয়ার রহমান, একরামুল হক।

দামুড়হুদায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কেক কেটে জম্মদিন পালন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, বিশেষ অতিথি দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি, সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ ও

থানা শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুর কাদির উপস্থিত থেকে এই কেক কাটা হয়।

এ সময় অতিথিরা বলেন, চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকা জম্মলগ্ন থেকে বস্তুনিষ্ঠা সংবাদ পরিবেশন করে আসছে।দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকা একটি পরিছন্ন পত্রিকা। আমরা যতটুকু জানি এই পত্রিকার মান অনেক ভালো। এই পত্রিকা উওর উওর সমৃদ্ধি হোক ও আরো ভালো ভালো সংবাদ পরিবেশন করুন এ প্রত্যশা করি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবি, সিনিয়র সহসভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ,সিনিয়র সাংবাদিক তাছির আহাম্মেদ,জাহিদুল ইসলাম মুকুল, এস এম সুজন, রকিবুল হাসান তোতা, মশিউর রহমান, হেলাল উদ্দিন সহ সাংবাদিকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার দামুড়হুদা ব্যুরো প্রধান মোজাম্মেল শিশির।

চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে একসাথে ৮ দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

চুয়াডাঙ্গা শহরে দিনের বেলায় ৮টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে পৌনে ৯টা পযর্ন্ত একই সময়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে সদর থানার সামনেসহ তিন দিকের তিনটি মার্কেটে এ অপরাধ কর্মকান্ড চালায় চোর চক্র। এতে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষাধিক নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি গেছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। মার্কেটের সিসিটিভি ক্যামেরায় চুরির দৃশ্য ধরা পড়েছে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দিনের বেলায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে একসাথে একযোগে কয়েকটি মার্কেট টার্গেট করে চুরির ঘটনা ভাবিয়ে তুলছে

তাদের। পুলিশের নাকের ডগায় এমন দুঃসাহসিক কাজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত তারা। বিশেষ শহরের প্রাণকেন্দ্রের মতো জায়গায়, আবার সদর থানার সামনে এই চুরি স্বাভাবিক নয়।

পুলিশ ও ব্যবসায়ীরা জানায়, শহরের ফাতেমা প্লাজার আরিফ কম্পিউটার, কম্পিউটার ক্লিনিক, সদর থানার সামনে অঙ্কুশ জুয়েলার্স, মুন্সি সুপার মার্কেটের মিম-বনি শাড়ী কালেকশন, ইরানি টেইলার্স ও পুরাতন গলির সুগন্ধা প্লাজার মারুফ গার্মেন্টেস, নন্দলাল গার্মেন্টস, হবি বোরকা হাউজে এ চুরির ঘটনা ঘটে। এসব দোকান থেকে নগদ সাড়ে ৫ লাখ ও ২ লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে। একই সময়ে শহরের আলী হোসেন মার্কেটেও চুরির চেষ্টা চালায় চক্রের সদস্যরা।

এদিকে বেলা ১২টার দিকে মার্কেটগুলো পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান বলেন, কয়েকটি মার্কেটে চুরির ঘটনায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পযবেক্ষণ করে পুলিশের একাধিক ইউনিট কাজ শুরু করেছে। দ্রুতই প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে। এসময় তিনি মার্কেটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় ফুডেক্সর প্রতিষ্ঠান মালিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ শংকরচন্দ্র ও জালশুকা এলাকায় চুয়াডাঙ্গার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সজল আহমেদের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মুড়ি, চানাচুর, সেমাইসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্যাকেজিং প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় নানা অনিয়মের অভিযোগে এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় তিনি জানান, জালশুকা এলাকায় মেসার্স মাম ফুডেক্স নামক প্রতিষ্ঠানে পূর্বে সতর্ক করা সত্ত্বেও অস্বাস্থ্যকরভাবে সেমাই, চানাচুর ও মুড়ি তৈরি, স্বাস্থ্যবিধি না মানা, কর্মচারীদের টয়লেটে হাত ধোয়ার সাবান হ্যান্ডওয়াস না থাকা, অনুমোদনবিহীনভাবে বাইরের পণ্য নিজেদের নামে প্যাকেজিং করা, পণ্যের প্যাকেটে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেয়া, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ভালো পণ্যের সাথে সংরক্ষণ করে বিক্রয় করা এবং যথাযথভাবে মোড়কীকরণ বিধি না মানার অভিযোগ প্রমাণিত হয়

এসময় বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো. রাশেদ আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩, ৪৪ ও ৫১ ধারায় ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর জিনিসগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়।

এসময় অন্যান্য সব ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে সতর্ক করা হয় এবং সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সজল আহমেদ। অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিল চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এই অভিযান চলতে থাকবে বলে জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গা -২ আসনে ১৮ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

হঠাৎ করে গত মঙ্গলবার শেষ দিনে মনোনয়নপত্র কিনছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসন থেকে দীলীপ কুমার আগারওয়ালা। কিন্তু চুয়াডাঙ্গা ২ আসন বর্তমান সংসদ সদস্য যে ভাবে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে যে উন্নয়ন করেছে তা চোখে পড়ার মত।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের জনগন বলেছে হাজী আলী আজগর টগর এমপি হওয়ার পর থেকে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের রাস্তাঘাট মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল কলেজ সব কিছুতেই লেগেছে উন্নয়নের ছোয়া। তাই আবারও এলাকার উন্নয়নের জন্য হাজী আলী আজগার টগরের কোন বিকল্প নেই। তার হাতেই নিরাপদ মনে করছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাধারন জনগন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনীত প্রার্থী হতে চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি ও বর্তমান সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য বাবু দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য হাসেম রেজা, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি নজরুল মল্লিক, দৈনিক সকালের সময়ের সম্পাদক ও প্রকাশক নূর হাকিম, মির্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু, আবু বকর, অ্যাডভোকেট শাহারিয়ার কবির, সাদিককুর রহমান বকুল, জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভপাতি এখলাস উদ্দিন সুজন, হাসান আলী ও শাসসুল হক।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকা পেতে ফরম নিলেন ১৬ নেতা-কর্মী

চতুর্থবারের মত (আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা)-১ আসনে এমপি হবার লক্ষ্যে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন। এবার

দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্ত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষসহ শিশুদের হুইল চেয়ার দিয়েছি। বিভিন্ন মসজিদ, মন্দিরে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি অস্বচ্ছল মানুষের সহযোগীতা করা হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের উন্নয়নমূলক প্রচারণা করা হচ্ছে। দলীয় মনোনয়ন পেলে এজেলাকে স্মার্ট (আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা) গড়ে তুলবো।

কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার শেখ সামসুল আবেদীন খোকন জানান, দীর্ঘদিন প্রার্থী হতে তৃণমূল নেতাদের নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালায়। বিভিন্ন এলাকায় সভা করছেন এবং তৃণমূলের নেতাকর্মীকে নানাভাবে সহযোগিতা করছেন। তিনি বলেন, দলে কোনো গ্রুপিং নেই। যেহেতু দলের অনেকে এমপি প্রার্থী হতে চান, তাই সরকারের উন্নয়নকাজের প্রচার পৃথকভাবে করা হয়। দল যাঁকেই মনোনয়ন দেবে, তাঁর পক্ষেই সবাই কাজ করবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহবায়ক ওবাইদ্রু রহমান চৌধুরী জিপু তিনিও কার্যক্রম চালাচ্ছেন পৃথকভাবে। মনোনয়ন ফরম কিনেছেন । তবে তিনি বলছেন, দলে একাধিক নেতা-কর্মীরা মনোনয়ন প্রত্যাশী হয়েছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ মাহবুব হোসেন মেহেদীও দলের মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য কাজ করছেন। দল এর মূল্যায়ন নিশ্চয়ই করবে। ইতিপূর্বেও তিনি দলের মনোনয়ন চেয়েছেন।

আলমডাঙ্গার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন নিজের একটি বলয় নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়। তিনি এবার প্রথম দলের মনোনয়ন চাইছেন।

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে গলায় ফাঁস

[redacted]

[redacted]

[redacted]